মরুপলাশ এর বিদগ্ধ পাঠকদের প্রশ্নের জবাবে সম্পাদক...

মরুপলাশ এর প্রায় ছয় শতাধিক সিরিয়াস রিডারদের কাছ থেকে অনেকগুলো ই-মেইল আমি পেয়েছি। যাতে রয়েছে মরুপলাশ বিষয়ক অনেক প্রশ্ন। সেই সকল প্রশ্নের জবাবেই আজকের ১ম পর্ব লেখা। সুপ্রিয় পাঠক আমি ধারাবাহিকভাবেই আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবো। প্রথম পর্বেই **'স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র সম্পর্কিত একটি অকথিত কাহিনী'**...শিরোনামে মরুপলাশএ প্রকাশিত সেদিনের সেই ঘটনার মুল নায়ক জনাব মেজবাহউদ্দিন জওহের সম্পর্কে..।

বাংলাদেশ থেকে অনলাইন পত্রিকা 'সাহিত্যআলো' সম্পাদক মিজান রানা, গার্মেন্ট ব্যাবসায়ী শাহাদত হোসেন, ছড়াকার আশরাফুল মান্নান, আবদুল্লাহ রাকীব, সউদী আরব থেকে, সউদীআরব নির্মুল কমিটির প্রধানউপদেষ্টা সালাহউদ্দিন আহমেদ ফারুক, মোহাম্মদ আলী নুর, আতিকুল হক, মৃধা আবুল বাশার, সাইফ মুন্না, জামালউদ্দিন, মোকাম্মেল হোসেন, বেলাল হোসেন, আবুল কালাম আজাদ, বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ, রিয়াদ এর প্রিন্সিপাল সৈয়দ আমিনুল ইসলাম, সিনিয়র শিক্ষক খাদেমুল ইসলাম, সউদী আমেরিকান ব্যাংক নতুন সানাইয়া শাখার ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আবদুর রউফ পলাশ, জেদ্দা থেকে নুর টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার আবদুল কুদ্দুস চঞ্চল, কবি তাহের ম. শায়েখ। টোকিও, থেকে ড. আলীমুজ্জামানসহ ফ্রান্স, জার্মান, নিউইয়ক, অস্ট্রেলিয়া এবং সুদুর জাপান থেকে মরুপলাশ এর সম্মানিত পাঠক-লেখকগন স্বাধীনতা ঘোষণপত্র সম্পর্কিত অনেক কিছু জানতে চেয়েছেন। সুপ্রিয় বিদগ্ধ পাঠকদের প্রশ্নগুলোর সারসংক্ষেপ-

পাঠক-লেখকদের ভাষায়-আমরা অনুমান করি মেজবাহ উদ্দিন জওহের এবং ছগির আলী খাঁ এ দুটি নাম প্রকৃতপক্ষে একজনেরই। যাঁর কলম অত্যন্ত শাণিত। যুক্তির যুপকাষ্ঠে তিনি অনেক মিথ্যে এবং অপপ্রচারকে মুহূর্তেই বলির পাঠার মতো বলি দিতে পারেন। যিনি মরুপলাশ সহ বিশ্বের অনেক অনলাইন পত্রিকাতে লেখা লেখি করতেন। এই নিরস সময়ে তাঁর রসঘন লেখা পাঠকদের অনেক রসের যোগান দিতো। তাহলে তিনিই কি সেই ভাগ্যবান ব্যক্তি একাত্তরে যিনি বঙ্গবন্ধুর সেই স্বাধীনতা ঘোষণার প্রথম মেসেজটির সঙ্গে সংশিষ্ট? যা মরুপলাশ এর মাধ্যমে জানতে পারলাম। মরুপলাশ এর তথ্যানুসারেই দৈনিক যুগান্তর ও দৈনিক জনকণ্ঠ সংগ্রহ করে পড়ে মনে এক বিশাল প্রশ্নবোধক চিহ্ন- স্বাধীনতার এতগুলো বছর তিনি কেন মুখ বুজে ছিলেন? হাজারো মিথ্যের ডামাডোলে যখন আমরা ডুবতে বসেছি, আমাদের বর্তমান প্রজন্ম ডুবতে বসেছে। মিথ্যেগুলো যখন হাজার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পাকাপোক্ত হতে চলেছে। আর তখনই তিনি মুখ খুললেন। তিনিতো সত্যবাদী মানুষ। ওনার মতো লোকজন মুখবুজে থাকাতে অনেক মিথ্যেগুলো দিনে দিনে শক্তিশালী হয়েছে।

মরুপলাশ এর মাধ্যমেই জানতে পারলাম তিনি বর্তমানে রিয়াদে আছেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের জনপ্রিয় **আরবী টিভি চ্যানেল এমবিসি র** প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার। এটা অবশ্যই গর্বের বিষয় এবং সুখময় যে, তিনি রিয়াদের আওয়ামী ঘরানার লোকজনের কাছে অনেক বড় এ্যাসেট। জওহের সাহেবকে আমাদের সশ্রদ্ধ সালাম ও অভিবাদন। ওনার কাছে আমরা রসঘন লেখার একটি নিয়মিত ধারাবাহিক কামনা করছি মরুপলাশ এর মাধ্যমে।---

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মরুপলাশ এর অনেক পাঠকপাঠিকা গল্পকার মেজবাহউদ্দিন জওহের ও কলামিষ্ট ছগীর আলী খাঁন সম্পর্কে বেশকিছু প্রশ্ন রেখেছেন। প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্তসার হলো-

১- একাত্তরের ছাব্বিশে মার্চ সকালে বঙ্গাবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি যদি জনাব মেজবাহউদ্দিনই ঢাকা থেকে বহির্বিশ্বে প্রচার করে থাকেন, তবে বিষয়টিকে তিনি এতদিন চেপে রাখলেন কেন? কেনই বা স্বাধীনতার প্রায় চলিশ বছর পরে এসে তিনি মুখ খুললেন?

২- জনাব জওহের একজন শক্তিশালী পাঠকপ্রিয় লেখক; অথচ ইদানীং তার লেখা খুব একটা দেখা যায় না। পাঠকপাঠিকারা তার লেখা পুর্বের মতো আবারও মরুপলাশের পাতায় দেখতে চান।

৩- জনাব জওহের ও কলামিষ্ট ছগীর আলী খাঁন কি একই ব্যক্তি? অনেক পাঠকপাঠিকা মনে করেন- দু'জনের লেখার ষ্টাইলে নাকি দারুন মিল রয়েছে-। তাই তাদের ধারণা এ দু'জন আসলে একই ব্যক্তি।
সম্পাদক হিসেবে প্রশ্নগুলির জবাব দেয়া দরকার বলে মনে হলো আমার। রিয়াদে বসবাস করার সুবাদে জনাব জওহের আমার হাতের কাছের লোক। এপ্রসঙ্গে তার বক্তব্য নিয়ে নীচের উত্তরপত্রটি সাজানো হলো-

১- জনাব জওহের এতদিন মুখ খুলেননি- এই অভিযোগ সঠিক নয়। ঘটনার বিস্স্থারিত বিবরণ স্বাধীনতার পর থেকেই - অর্থাৎ একেবারে সেই বাহাত্তর সাল থেকেই দেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বহুবার ছাপা হয়ে আসছে। উদাহরণস্বরূপ বাহাত্তরের ইত্তেফাকের স্বাধীনতাসংখ্যাটির কথাই ধরা যায়। এই সংখ্যায় **"যে কথা আজও বলিনি"** শিরোনামে সাংবাদিক মইনুল আলমের একটি লেখা ছাপা হয়। ডাবল কলামের লেখাটিতে উক্ত ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। ঐ একই সালে দৈনিক **People's View** পত্রিকাতেও ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হয়। এর পর বহুবার অন্যান্য পত্রপত্রিকায়ও (যথা খবর, চিত্রবাংলা, ভোরের কাগজ ইত্যাদি) ঘটনাটির কথা ছাপা হয়েছে। একথা সত্য, জনাব জওহের ব্যক্তিগতভাবে এর উপরে খুব একটা লেখালেখি করেননি। এপ্রসঙ্গে তার বক্তব্য জানতে চাইলে তিনি বলেন- নব্বুই দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই লেখালেখির জগতে তার প্রথম প্রবেশ। এর আগে তিনি স্বনামে-বেনামে কোথাও কিছু লিখেননি যদিও কেউ তার বক্তব্য নিতে চাইলে তিনি ঠিকই সহযোগিতা করেছেন।

তিনি আরও বলেন- প্রকৃতপক্ষে নব্বুইর দশকের আগে বিষযটির উপর কেউ ততটা গুরুত্বও দেয়নি। তিনি যে ছাব্বিশে মার্চ সকালে খুব মস্ত একটা কিছু করে ফেলেছেন- এমন কখনও মনে হয়নি তার। বঙ্গাবন্ধুর ডাকে শতকরা নিরানব্বুই জন বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে, তিনিও যা পারেন করেছেন। নব্বুই দশকে বিএনপি ক্ষমতায় যাওয়ার পর এবং বঙ্গাবন্ধুর নাম মুছে ফেলে জিয়াকে স্বাধীনতার একমেবাদ্বিতীয়ম ঘোষক বানিয়ে ফেলার পর বিষয়টি নুতন মাত্রা পায়। বিশেষ করে দু'হাজার এক সালে ক্ষমতায় আসার পর স্বাধীনতার দলিলপত্র সংশোধন করে জিয়াকর্তৃক ঘোষণার দিনটি সাতাশে মার্চ থেকে একদিন এগিয়ে এনে ছাব্বিশে মার্চ ধার্য্য করার পর নুতন বিতর্কের সুত্রপাত হয়।

জনাব জওহের তখন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য স্বনামেই লেখা পাঠিয়েছেন, যার কিছু ছাপা হয়েছে, কিছু বা সম্পাদক সাহেবেরা ময়লা ফেলার ঝুঁড়িতে ফেলে দিয়েছেন। এই পর্যায়ে জনাব জওহেরের যে লেখাটি খুব সাড়া জাগিয়েছিল সেটি হচ্ছে- "শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া"। লেখাটি দৈনিক জনকন্ঠের চতুরংগ পাতায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয় ২০০৪ সালের আগস্ট মাসে কয়েকটি পর্বে। তার স্বনামে লেখা "স্বধীনতার ঘোষক তত্ত্ব" লেখাটি এ বছরের রচনা যা গত মার্চে (২০১০) জনকন্ঠে এবং মরুপলাশে ছাপা হয় এবং দারুণ পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করে। আরও একটি কথা বললেন জনাব জওহের। বলতে গেলে সেই পঁচাশি সাল থেকেই প্রবাসী জীবন কাটাচ্ছেন তিনি। ফলে দেশের সংবাদপত্র জগতের সাথে তার যোগাযোগ শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে। কে না জানে যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়া জাতীয় সংবাদপত্রের পাতায় জায়গা করে নেয়া কতো কঠিন একটি কাজ।

২- হ্যাঁ, তিনি আর আগের মতো লেখালেখি করেন না। কারণ হিসেবে তিনি তিনটি বিষয়কে দায়ী করলেন- পেশাগত কাজের চাপে সময়ের অপ্রতুলতা, প্রকাশনা শিল্পের লোকদের সাথে যোগাযোগের অক্ষমতা ও পারিবারিক নানাবিধ সমস্যা। তবে নিয়মিত না হলেও মরুপলাশের পাঠকদের জন্যে মাঝে মাঝে কলম ধরবেন বলে কথা দিলেন তিনি।

৩- ছগীর আলী খাঁনকে বহুদিন যাবৎ আর কোন ওয়েবসাইটে কিংবা সংবাদপত্রের পাতায় দেখা যায় না। জনকণ্ঠ ও মরুপলাশে প্রকাশিত তার "কাদম্বিনী মরিয়া প্রমান করিল যে সে মরে নাই" কিংবা "একটি কুকুরের মৃত্যু"

ইত্যাদি কলামগুলির কথা পাঠকরা বহুদিন মনে রাখবে। কেন তিনি হঠাৎ করে এভাবে অস্তমিত হলেন- আমিও জানি না, কারণ ব্যাক্তিগতভাবে তার সাথে আমার পরিচয় নেই। জনাব জওহেরকে জিজ্ঞেস করলে- তিনিও বিষয়টি এড়িয়ে গেলেন। বললেন- কেউ যদি গোপন থেকে সুখ পায়, তাকে আলোতে টেনে এনে লাভ কি? নামে কি আসে যায়- লেখাটিই আসল। সুতরাং পাঠকপাঠিকাদের কৌতুহল সর্বাংশে নিবৃত করতে পারলাম না।
দুঃখিত।

সুপ্রিয় পাঠক- আমি এই শিরোনামেই ধারাবাহিকভাবে ১-২-৩-৪-৫ আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবার চেষ্টা করবো। দয়া করে মরুপলাশ এ নজর রাখুন। মরুপলাশ প্রতিদিনই আপডেট হচ্ছে। তাই মরুপলাশ এর হোমপেজটি খোলার পর একবার 'রিফ্রেশ' করে নিন। তাহলে আপডেটের নতুন নতুন বিষয়গুলো আপনার সামনে ভেসে উঠবে।
ধন্যবাদ।
সম্পাদক, মরুপলাশ।
১৬-৬-২০১০।